যুগান্তর

তারিখ 17 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দেশের মেডিকেল শিক্ষার প্রতি বিদেশী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেশের মেডিকেল শিক্ষার প্রতি বিদেশী শিক্ষার্থীদের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এমবিবিএস, পোস্টগ্রাজুয়েশন, ইন্টার্নশিপ ও চিকিৎসা গবেষণার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা ভিড় করছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে পর্যন্ত কেবল সার্কভুক্ত দেশের স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই এদেশের বিভিন্ন মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করত। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, ফিলিপিন, চীন, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভর্তির জন্য ছুটে আসছেন শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। একটি আসনে ভর্তির জন্য নিজ দেশের সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে জোর সুপারিশের মতো ঘটনাও ঘটছে।

সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা ভিড় করছেন

মেডিকেল শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কোটা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন তারা। সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে পড়াশোনার খরচ একেবারেই কম। বার্ষিক বেতন ৪শ' টাকা ও হোস্টেল ভাড়া মাত্র ৬০ টাকা। নন সার্কভুক্ত দেশের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বছরে ৩ হাজার ডলার। তবে বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে টিউশন ফি ৫/৬ গুণ বেশি। তবুও প্রতি বছর সহস্র দিকে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিরাজেতউল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষার সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। অপেক্ষাকৃত কম খরচে পড়াশোনা ও ক্লিনিক্যাল বেইজড পদ্ধতিতে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভের অবারিত সুযোগ থাকার কারণেই বিশ্বের উন্নত বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এদেশে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আগ্রহ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

আগ্রহ : মেডিকেল

(৩য় পৃষ্ঠার পর) দেখাচ্ছে।

বাংলাদেশে রোগীদের ওপর গবেষণা করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষকরা সফল হয়ে খ্যাতিমান হয়েছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

জানা গেছে, সার্ক ও সার্কবহির্ভূত দেশের শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সরকারিভাবে সংরক্ষিত কোটা রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে ১৭ মেডিকেল কলেজ ও ৩ ডেন্টাল কলেজে সার্কভুক্ত দেশসমূহের জন্য ৫৭টি ও সার্কবহির্ভূত দেশের জন্য ৩২টিসহ মোট ৮৯টি আসন রয়েছে। জানা গেছে, সার্কভুক্ত দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিপিনের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের মতো নামকাওয়াস্তে ফি দিয়ে পড়াশোনার সুযোগ পান। চলতি বছর সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য এ পর্যন্ত ১০৪টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। আবেদনপত্রের মধ্যে ভারত থেকে ৩৫, পাকিস্তান ২৫, নেপাল ১৩, ভুটান ৪, ফিলিপিন ৩, চীন ১, যুক্তরাজ্য ২, মালয়েশিয়া ৫, অস্ট্রেলিয়া ৩, নিউজিল্যান্ড ১, দক্ষিণ আফ্রিকা ২ ও যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে ভর্তির সব প্রক্রিয়া অধিদফতর নিজেরাই করত। তখন ৮৯টি আসনের বিপরীতে শত শত আবেদনপত্র জমা পড়ত। এ ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশে দালাল শ্রেণী গজিয়ে উঠেছিল। ভর্তি ফরম প্রসেসিং ও ভর্তির নিশ্চয়তার নামে মোটা অঙ্কের ফি নিত দালালচক্র। বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করতে সমস্যা হতো। তাছাড়া জাল সার্টিফিকেটে ভর্তির ঘটনাও ধরা পড়ত। ভর্তি প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করতে বর্তমানে বিভিন্ন দেশের সরকারের মাধ্যমে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচিত করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট জমা দেয়ার বিধান করা হয়েছে। দুই দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডকুমেন্ট চালাচালি হয়।

জানা গেছে, চলতি বছর শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ ছাড়া সব দেশের কাগজ এসে গেছে। ১৯ জানুয়ারি মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরের ৫ সদস্যের ইকুইভালেন্স কমিটির এক বৈঠকে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে বিদেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি চূড়ান্ত করা হবে।